গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
পুরাতন হাই কোর্ট ভবন
ঢাকা-১০০০।

তরিখঃ ০৮/০৭/২০১০খ্রিঃ

বিষয়ঃ বিলের উপর মতামত প্রদান প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের লেজিস্‌লেটিভ ড্রাফটিং ইউনিট-এর ০৪/০৭/১০ ইং তারিখের ২২৪ নং স্মারক সম্বলিত আইন কমিশনের মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত পত্রটি ০৬/০৭/১০ ইং তারিখ অপরাহ্নে কমিশন কার্যালয়ে পৌঁছে। ঐ পত্রে নবম জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৬তম বৈঠকে Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2010, Court Fees (Amendment) Bill, 2010, ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক বিল, ২০১০ এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল বিল, ২০১০-এর উপর আইন কমিশনের লিখিত মতামত ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে। আইন কমিশন কর্তৃক বর্ণিত ৪ (চার) টি বিল পর্যালোচনা করা হয়।

আইন কমিশনের প্রতিটি কাজই গবেষণাধর্মী। তাই সরকারের কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মতামত চেয়ে কমিশনে পত্র লেখা হলে কমিশন ঐ বিষয়ে অন্যান্য দেশের উদাহরণ/প্রাকটিস এবং আইন বা বিষয়টির ইতিহাস পর্যালোচনা করে বাস্তবসম্মত সুপারিশ প্রদানের চেষ্টা করে থাকে। বর্ণিত বিলগুলো সম্পর্কে কমিশনের মতামত নিম্নরূপঃ

(ক) **Code of Criminal Procedure** সংশোধন সংক্রান্ত বিলে বর্ণিত সংশোধনী এবং এ সংক্রান্ত প্রচলিত আইন, কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। আইনটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি মানহানিকর কোন কিছু বললে বা প্রকাশ করলে অথবা পত্রিকা বা বইয়ে মানহানিকর কোন কিছু লেখা হলে বা ছাপানো হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা পত্রিকা বা বইয়ের সাংবাদিক, সম্পাদক, লেখক বা প্রকাশকের বিরুদ্ধে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর SCHEDULE II এর অধীনে সরাসরি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা (warrant) জারীর বিধান রয়েছে। উক্ত বিধানের অপব্যবহারের মাধ্যমে যে কোন

ব্যক্তি অথবা লেখক বা পত্রিকার সাংবাদিক, সম্পাদক ও প্রকাশককে অহেতুক হয়রানি করা সম্ভব। উক্তরূপ হয়রানি বন্ধের লক্ষ্যে সরাসরি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারীর পরিবর্তে সমন (summons) জারীর বিধান করার উদ্দেশ্যে Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2010 শীর্ষক বিলের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত মতে বিধান করা হলে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No, V of 1898) এর SCHEDULE II এর অধীনে সরাসরি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা (warrant) জারীর পরিবর্তে সমন (summons) জারী করতে হবে। ফলে, যে কোন ব্যক্তি, অথবা সাংবাদিক, সম্পাদক, লেখক এবং প্রকাশকের বিরুদ্ধে অহেতুক হয়রানি বন্ধ হবে।

বর্ণিত অবস্থায় কমিশন মনে করে Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 2010-এ যে প্রস্তাব করা হয়েছে উহা গ্রহণযোগ্য।

(খ) **Court Fees (Amendment) Bill, 2010-** কোর্ট ফি প্রবর্তন সংক্রান্ত আইনের ইতিহাস থেকে জানা যায় আদালত ব্যবস্থা চালুর সময় থেকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন (false and vexatious) মামলা প্রতিহত করার জন্য মামলাকারীকে সরকারী কোষাগারে জরিমানা (fine) দিতে হতো। মামলার বাদী জয়ী হলে তিনি রাষ্ট্রীয় খরচা বহন এবং বিচারকদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধের লক্ষ্যে ক্ষতিপূরণ (compensation) আকারে কিছু অর্থ রাজকোষে জমা দিতেন। বৃটিশ শাসনের শুরুতে মামলা করার জন্য কোন ফি বা tax দিতে হতো না। এতে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলার পরিমাণ প্রতি বছরই আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। অতঃপর ঐ অবস্থা থেকে রেহাই পেতে এই উপ-মহাদেশে Bengal Regulation XXXVII of 1795 প্রণয়ন করে দেওয়ানী মামলায় সর্ব প্রথম কোর্ট ফি বা 'institution fee' চালু করা হয়। পরবর্তীতে অপর একটি বিধানের মাধ্যমে উহাকে 'Stamp duty' নাম দেয়া হয়। দেওয়ানী মামলার পাশাপাশি ফৌজদারী মামলায় কোর্ট ফি দাখিলের নিমিত্ত Bengal Regulation X of 1797 প্রণীত হয়। পরবর্তীতে অন্যান্য Regulation এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের Legal Proceedings-এ কোর্ট ফি প্রবর্তন করা হয়।

Court Fees (Amendment) Bill, 2010-এর উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আদালত সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নকল্পে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে

Court Fees Act, 1870 এর Schedule I এবং Schedule II প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিলটি প্রণয়নের আগে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলসহ বিভিন্ন আইনজীবী সমিতির সাথে মত বিনিময় করা হয়েছে। কোর্ট ফি বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে ঐ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া যায়। অধিকন্তু, বিলটি জাতীয় সংসদে উত্থাপনের পূর্বে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে।

খসড়া বিলটির সাথে সংযোজিত Court Fees Act, 1870 এর Schedule (প্রস্তাবিত এবং বিদ্যমান) কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতিতে উল্লিখিত **''সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি"** সংক্রান্ত মন্তব্যটি মানানসই নয় বলে কমিশন মনে করে। কেননা ২০১০-১১ অর্থ বছরের ১,৩২,০০০ কোটি টাকার বাজেটে কোর্ট ফি হতে আদায়কৃত টাকা রাজস্ব বৃদ্ধিতে বা বিচার ব্যবস্থায় সামান্যই অবদান রাখবে। সাংবিধানিকভাবে জনগণের জন্য ন্যায়বিচার তথা 'Access to Justice' নিশ্চিৎ করা সরকারের মৌলিক দায়িত্ব। ইহা পূর্বেই লক্ষ্য করা গেছে যে, রাজস্ব আদায় বা বৃদ্ধির জন্য কোর্ট ফি প্রদানের বিধান প্রবর্তন করা হয়নি। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে বিচার পাওয়ার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। তাই কোর্ট ফি আদায়ের মাধ্যমে **রাজস্ব আয় বৃদ্ধির যুক্তি** গ্রহণযোগ্য মত হতে পারে না। মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলা যাতে না হয় তজ্জন্য অনুরূপ মামলার বাদী বা বিবাদীর উপর 'compensatory cost' এবং 'মামলার খরচ' প্রবর্তনের বিষয়টিও ভাবা যেতে পারে।

যেহেতু মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলা রোধে বর্ধিত কোর্ট ফি একটি ভূমিকা রাখতে পারে এবং রাজস্ব কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পাবে। সেহেতু দেশের আর্থ- সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় প্রস্তাবিত কোর্ট ফি বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিলটি সমর্থন করা যায়।

(গ) **বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল বিল, ২০১০** প্রসঙ্গে উহার উদ্দেশ্যে ও কারণ সম্বলিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের বর্তমান শিল্পায়ন, বাণিজ্যিক কার্যক্রম, সেবামূলক উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি বৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসনসহ রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত স্থানে পরিবেশ উপযোগী শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রভৃতি প্রয়োজনে দেশীয় ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য অধিকতর সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। The

Bangladesh Export Processing Zones Authority Act, 1980 এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে বর্তমানে রপ্তানিমুখী শিল্প স্থাপন ছাড়া অন্য কোন শিল্প স্থাপনের সুযোগ নেই বিধায় উপরি উক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে **''বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০"** প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিলটি কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। বিলের **১৩** নং ধারায় বলা হয়েছেঃ

'' এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা , কোন অর্থনৈতিক অঞ্চল বা অর্থনৈতিক অঞ্চলের কোন প্রতিষ্ঠানকে যে কোন আইনের সকল বা যে কোন বিধানের প্রয়োগ হইতে যে কোন সময়ের জন্য অব্যাহতি দিতে পারিবে।"

উক্ত বিধান পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন আইন বা আইনের কোন বিধানের প্রয়োগ থেকে যে কোন সময়ের জন্য অব্যাহতি দিতে পারবে। এর অর্থ দাড়ায় সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে বিশেষ কোন আইনের দায়বদ্ধতা থেকে ঐ অঞ্চল বা প্রতিষ্ঠানকে অব্যাহতি দিতে পারে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ফৌজদারী অপরাধ বা পরিবেশ বিপর্যয় ঘটালেও **১৩** ধারার বিধান অনুসারে সরকার ঐ প্রতিষ্ঠানকে ঐ ধারার আলোকে অব্যাহতি দিতে পারবে। ফলে ঐ বিধানটি পূনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কমিশন মনে করে বর্ণিত বিলের **১৩** ধারার তৃতীয় লাইনের *'প্রতিষ্ঠানকে'* শব্দের পর ***''ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট"*** শব্দগুলো সংযুক্ত করে এবং *'যে'* শব্দটি বাদ দিয়ে ধারাটি পুনর্বিন্যাস করা দরকার। তাছাড়া বিলটির অন্যান্য বিধান কমিশনের নিকট যুক্তিসংগত প্রতীয়মান হয়েছে। অতএব বিলটি গ্রহন করা যুক্তিসঙ্গত বলে কমিশন মনে করে।

(ঘ) **ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক বিল, ২০১০** পাসের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ৩১/১০/২০০৮ পর্যন্ত সংঘ করার অধিকার স্বীকার, মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, বিরোধ মীমাংসার লক্ষ্যে **ইপিজেড শ্রমিক সংঘ ও শিল্প সম্পর্ক আইন, ২০০৪** (আইন নং ২৩, ২০০৪) প্রণীত হয়। পরবর্তীতে অক্টোবর ৩১, ২০১০ পর্যন্ত উল্লিখিত শ্রমিক সংঘের মেয়াদ বৃদ্ধির নিমিত্ত **ইপিজেড শ্রমিক সংঘ শিল্প সম্পর্ক**

(সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সালের ৩৩ নং অধ্যাদেশ) জারী করা হয়। এছাড়া ইপিজেড শ্রমিক সংঘের নির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ, আইনের ধারাবাহিকতা রক্ষা, ইপিজেডসমূহে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইপিজেড শ্রম ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে **ইপিজেড শ্রমিক সংঘ শিল্প সম্পর্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সালের ৩৩ নং অধ্যাদেশ)** জারী করা হয়। নবম জাতীয় সংসদ পুনর্গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্ণিত অধ্যাদেশ দু'টি পাশ না হওয়ার কারণে উহার কার্যকারিতা লোপ পায়।

(ঘ) দফায় বর্ণিত বিল বিষয়ে কমিশন কর্তৃক মতামত প্রদানের আগে কমিশনের গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology) অনুসারেই প্রস্তাবিত আইনের সুবিধাভোগী (Beneficiary) বা ঐ আইন দ্বারা যারা ক্ষতিগ্রস্থ (Affected) হবেন তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবীদের মতামত গ্রহণ এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবেচনা করে মতামত দেয়া সমীচীন। অতএব, এ বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য অধিকতর সময় প্রয়োজন।

(প্রফেসর ড. এম শাহ আলম)
সদস্য

(সুনীল চন্দ্র পাল)
সদস্য

(বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রশিদ)
চেয়ারম্যান